গৃহ ব্যবস্থাপনার ধাপ বা স্তর পরিচিতি

ইউনিট ২

ভূমিকা

পারিবারিক জীবনে সফলতা লাভ করার জন্য লক্ষ্যাভিমুখী কার্যকলাপ তথা ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য বিষয়। ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি কতগুলো পরস্পর নির্ভরশীল ও গতিশীল পর্যায়ক্রমিক ধাপের সমন্বয় বিশেষ। ধাপসমূহ হচ্ছে পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, সমন্বয় সাধন, নিয়ন্ত্রণ, মূল্যায়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ। গৃহ ব্যবস্থাপনায় যদি কর্মসম্পাদনের সময় সচেতনভাবে ব্যবস্থাপনার এই ধাপসমূহ অনুসরণ করা হয় তাহলে সহজেই পরিবার তার লক্ষ্য অর্জনে সফলকাম হয়।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ২.১ : পরিকল্পনা প্রণয়ন
পাঠ - ২.২ : সংগঠন ও নির্দেশনা
পাঠ - ২.৩ : বাস্তবায়ন, নিয়ন্ত্রণ, সমন্বয় সাধন ও মূল্যায়ন
পাঠ - ২.৪ : সিদ্ধান্ত গ্রহণ
পাঠ - ২.৫ : একক ও দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ
ব্যবহারিক
পাঠ - ২.৬ : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস পার্টি ও বিদায় অনুষ্ঠান পরিচালনা

পাঠ-২.১ পরিকল্পনা প্রণয়ন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- গৃহ ব্যবস্থাপনার ধাপের চক্রপ্রবাহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন;
- পরিকল্পনা প্রণয়নের নিয়ম উপস্থাপন করতে পারবেন;
- গৃহ ব্যবস্থাপনায় পরিকল্পনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

গৃহ ব্যবস্থাপনার ধাপ বা পদ্ধতিসমূহ হচ্ছে পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, সমন্বয় সাধন, নিয়ন্ত্রণ, মূল্যায়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ। গৃহ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির ধারণা কাঠামোটিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণকে একটি মানসিক কার্যকলাপ হিসাবে গৃহ ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রীয় বিষয়রূপে দেখানো হয়েছে। গৃহ ব্যবস্থাপনার সময় সচেতনভাবে ব্যবস্থাপনার এই ধাপসমূহ অনুসরণ করা হলে সহজেই লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব। লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে গৃহ ব্যবস্থাপনার ধাপসমূহ চক্রাকারে আবর্তিত হয়।

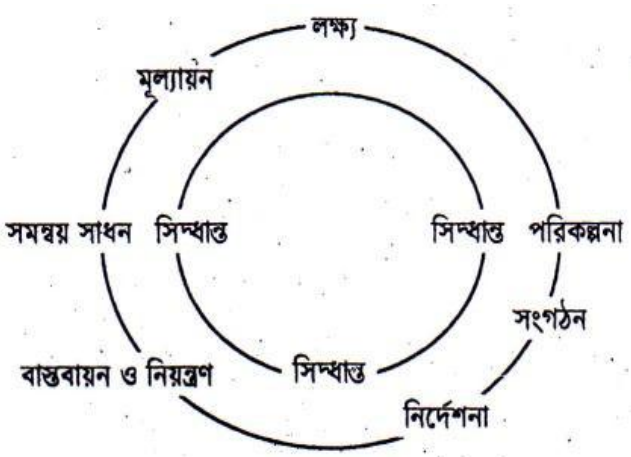

চিত্র : ২.১.১ : গৃহ ব্যবস্থাপনার চক্রপ্রবাহ

গৃহ ব্যবস্থাপনার প্রথম ধাপ হল 'পরিকল্পনা' প্রণয়ন। পরিকল্পনা গৃহ ব্যবস্থাপনার প্রথম ও মৌলিক কাজ। এটি ভবিষ্যত করণীয় কাজের ভিত্তিস্বরূপ। যে কোনো কাজ করতে গেলে তার পূর্বে কাজটি কেন করা হবে, কীভাবে করা হবে, কখন করা হবে ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করার নামই হলো পরিকল্পনা। পরিকল্পনাকে অনুসরণ করে পরবর্তী কাজসমূহ অগ্রসর হয়। এক কথায় পরিকল্পনাকে বলা হয় ভবিষ্যত কার্যকলাপের পূর্বাভাস। বিজ্ঞানী Newman বলেন, 'ভবিষ্যতে কী করতে হবে তার অগ্রিম সিদ্ধান্তকেই পরিকল্পনা বলে।

পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য

- পরিকল্পনা হচ্ছে কাজ আরম্ভ করার পূর্বে চিন্তা ও মনন প্রক্রিয়া।
- 'পরিকল্পনা' লক্ষ্য অর্জনের সাথে সম্পর্কযুক্ত সব কাজের ভিত্তি।
- পরিকল্পনা সব সময় লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রণীত হয়। লক্ষ্যের উপর নির্ভর করেই পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। যেখানে লক্ষ্য নেই সেখানে পরিকল্পনারও প্রয়োজন নেই।

- কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে সব ধারাবাহিক কাজ সম্পন্ন করতে হয় পরিকল্পনা তারই নির্দেশ দেয়। উদাহরণস্বরূপ, লক্ষ্য হলো দৈনিক গৃহকর্মসুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা। তাহলে এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য কী কী করতে হবে কীভাবে ও কার কী কাজ করতে হবে, কখন কোন কাজ করতে হবে এবং কত সময়ের মধ্যে করতে হবে ইত্যাদি বিষয় পূর্বেই নির্ধারণ করতে হবে। এ সবটাই পরিকল্পনা। পরিকল্পনা একটি অবিরাম প্রক্রিয়া।
- পরিকল্পনা সর্বদা বর্তমানে প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু প্রয়োগ করা হয় ভবিষ্যতে। পরিকল্পনা থেকে ভবিষ্যত কর্মপদ্ধতি অনুমান করা যায়।

পরিকল্পনা প্রণয়নের নিয়ম

পরিকল্পনা প্রণয়ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের মত একটি মানসিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় কতিপয় পর্যায়ক্রমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপ :-

১। **লক্ষ্য নির্ধারণ :** পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রথম পদক্ষেপ হল লক্ষ্য নির্ধারণ করা, লক্ষ্যবিহীন পরিকল্পনা কখনই কার্যকর ফল বয়ে আনতে পারে না।

২। **সহজবোধ্যতা :** পরিকল্পনা সহজবোধ্য হতে হবে। পরিকল্পনা সহজবোধ্য হলে পরিবারের সদস্যরা তা সহজে অনুধাবন করতে পারে এবং পরিকল্পনার বাস্তবায়নে প্রচেষ্টা চালাতে পারে।

৩। **বিকল্প পরিকল্পনা নির্ণয় :** লক্ষ্য অর্জনের জন্য একাধিক বিকল্প পন্থা থাকতে পারে। সবদিক বিচার করে উত্তম বিকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেই পরিকল্পনা কার্যকর হবে।

৪। **গতিশীলতা ও নমনীয়তা :** পরিকল্পনা গতিশীল ও নমনীয় হতে হবে।

৫। **সম্পদের সদ্ব্যবহার :** সম্ভাব্য সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন সম্পদ সৃষ্টির সুযোগ থাকতে হবে।

৬। **অতীত মূল্যায়ন :** পরিকল্পনা অতীত অভিজ্ঞতা ও যুক্তি সংগত কারণের ওপর ভিত্তি করে গ্রহণ করা উচিত। এতে পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হয়, ভুল ত্রুটি কম হয়।

৭। **মতামত যাচাই :** পরিবারের সদস্যদের মতামত যাচাই এবং প্রত্যেকের সুবিধা অসুবিধা ইচ্ছা অনিচ্ছা ইত্যাদি চিন্তা করে পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। এতে পরিকল্পনার প্রতি সবার ইতিবাচক মনোভাব বজায় থাকে।

৮। **বাস্তবমুখী :** পরিকল্পনা বাস্তবমুখী হতে হবে। অবাস্তব ও খামখেয়ালিপূর্ণ পরিকল্পনা তাৎক্ষণিক কিছুটা আশাবাদ সৃষ্টি করতে সমর্থ হলেও কার্যক্ষেত্রে তা কখনো কাঙ্খিত ফল দেয় না।

৯। **স্বল্প ব্যয় সাপেক্ষ :** একটি আদর্শ পরিকল্পনায় অবশ্যই কম অর্থ ও সময় ব্যয়ে সর্বোচ্চ ফলাফল প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকতে হবে। তাই যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে সেটি যেন স্বল্প ব্যয় সাপেক্ষ হয় সেদিকে খেয়াল রাখা আবশ্যক।

গৃহ ব্যবস্থাপনায় পরিকল্পনার গুরুত্ব

পরিকল্পনা প্রণয়ন গৃহ ব্যবস্থাপনার অন্যতম মৌলিক কাজ। পরিকল্পনা যত সুষ্ঠু হয় ব্যবস্থাপনা তত উন্নত হয়। গৃহ ব্যবস্থাপনায় পরিকল্পনার গুরুত্ব নিম্নরূপ :-

১। পরিকল্পনা ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের পথ নির্দেশনা হিসাবে কাজ করে। ফলে লক্ষ্য অর্জন সহজ হয়।

২। পরিকল্পনা করা থাকলে কাজের ঝুঁকি ও নিশ্চয়তা হ্রাস পায়।

৩। পরিকল্পনা কাজে শৃংখলা ও প্রেরণা সৃষ্টি করে। ফলে লক্ষ্য অর্জন সহজ হয়ে ওঠে।

৪। পরিকল্পনা অর্থ, সময় ও শক্তির সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করে। ফলে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার হয়।

৬। পরিকল্পনা থাকলে গৃহ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায়ে যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা সহজ হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	ক্লাসপার্টির পরিকল্পনা গ্রহণে আপনি যেসব বিষয় খেয়াল রাখবেন তার একটি তালিকা তৈরি করুন।

সারাংশ

পরিকল্পনা হচ্ছে কাজ আরম্ভ করার পূর্বে চিন্তা ও মনন প্রক্রিয়া। পরিকল্পনা অর্থ, সময় ও শক্তির সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করে, ফলে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার হয়। পরিকল্পনা যত সুষ্ঠু হয় ব্যবস্থাপনা তত উন্নত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। গৃহ ব্যবস্থাপনার প্রথম ও মৌলিক কাজ কোনটি?
ক) পরিকল্পনা খ) সংগঠন
গ) নির্দেশনা ঘ) মূল্যায়ন

২। পরিকল্পনা কোন ধরনের প্রক্রিয়া?
ক) শারীরিক প্রক্রিয়া খ) মানসিক প্রক্রিয়া
গ) সমন্বয় প্রক্রিয়া ঘ) নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া

৩। ভবিষ্যৎ কার্যকলাপের পূর্বাভাস বলা হয় কোনটিকে?
ক) সমন্বয়কে খ) পরিকল্পনকে
গ) সংগঠনকে ঘ) নিয়ন্ত্রণকে

৪। কখন পরিকল্পনার প্রয়োজন হয় না?
ক) লক্ষ্য না থাকলে খ) নিয়ন্ত্রণ না থাকলে
গ) সমন্বয় না থাকলে ঘ) সংগঠন না থাকলে

পাঠ-২.২ সংগঠন ও নির্দেশনা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- গৃহ ব্যবস্থাপনায় সংগঠনের ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন;
- সংগঠনের পর্যায় ও স্তর উপস্থাপন করতে পারবেন;
- নির্দেশনার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন;
- নির্দেশনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সংগঠন

গৃহ ব্যবস্থাপনার দ্বিতীয় ধাপ হল সংগঠন। পরিবারেরর বিভিন্ন সদস্যদের করণীয় কাজগুলো সম্পাদনের সাথে পরিকল্পনার সংযোগ সাধন করার নাম সংগঠন। অর্থাৎ কাজকর্ম এবং কর্ম সম্পদানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাকে সংগঠন বলে। পরিকল্পনায় লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন, পারস্পারিক সম্পর্ক তৈরি করা এবং সবার কার্যকলাপকে একই সূত্রে আবদ্ধ করাই সংগঠনের কাজ। অর্থাৎ পরিকল্পনালব্ধ কার্যকলাপকে যুক্তি সংগত বিন্যাস করাকে সংগঠন বলে।

সংগঠনের পর্যায়

গবেষক Baker এর প্রদত্ত বিভিন্ন পর্যায় থেকে গবেষক Nicholes সংগঠনের তিনটি পর্যায় উল্লেখ করেন। যথা:

প্রথম পর্যায় : ব্যক্তি একটি করণীয় কাজের বিভিন্ন অংশের ধারাবাহিক বিন্যাস রচনা করে।
দ্বিতীয় পর্যায় : ব্যক্তি তার বিভিন্ন কাজের ধারা রচনা করে।
তৃতীয় পর্যায় : ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট কাজ বা কাজসমূহ বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন করতে একটি কর্ম কাঠামো রচনা করে।

সুতরাং বলা যায়, যে কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের বাস্তব ও সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণ করাই হল সংগঠন।

সংগঠন প্রক্রিয়ার স্তর

সংগঠন প্রক্রিয়ায় যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয় তা হলো–

- সংগঠন প্রক্রিয়ার প্রথম পদক্ষেপ হল লক্ষ্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ।
- লক্ষ্য অর্জনের জন্য কী কী কাজ করতে হবে তা নির্দিষ্ট করা।
- কার্যাদি সঠিকভাবে সনাক্ত বা নির্দিষ্ট করার পর কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী তা বিভিন্নভাগে ভাগ করা।
- কাজের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব সঠিকভাবে বন্টন করা।
- কাজ অনুযায়ী উপায়, উপকরণ সংগ্রহ ও বন্টন করা।
- মানবীয় ও বস্তুবাচক সম্পদ এবং কাজের বিভিন্ন বিভাগ, উপবিভাগের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক স্থাপন করা।

উপরের এই পদক্ষেপসমূহ ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করে কার্যকর সংগঠন গড়ে তোলা যায়।

নির্দেশনা

নির্দেশনা হলো কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তি অর্থাৎ পরিবারের সদস্যদের কার্য সম্বন্ধে অবহিতকরণ, আদেশ নির্দেশ প্রদান, পরামর্শ দান। নির্দেশনা পরিকল্পিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সাহায্য করে।

নির্দেশনার বৈশিষ্ট্য

সঠিক বা আদর্শ নির্দেশনার কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেমন–

- নির্দেশনা প্রক্রিয়ার প্রধান কাজ হল যুক্তিসংগত নির্দেশ প্রদান করা।
- নির্দেশনায় পরিকল্পনা সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় যথাযথভাবে উপস্থাপন করা।
- নির্দেশনা মৌখিক বা লিখিতভাবে প্রদান করা।
- নির্দেশনা স্পষ্ট ও সহজবোধ্য করা।

অল্পঅভিজ্ঞ পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন কাজে অপটু বা অল্প অভিজ্ঞ হলে সঠিক নির্দেশনা প্রদান করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

নির্দেশনার গুরুত্ব

শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নির্দেশনা যেমন গুরত্বপূর্ণ তেমনি গৃহ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। যেমন-

- **পরিকল্পনা বাস্তবায়ন :** নির্দেশনার মাধ্যমে পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। কোন কাজ কখন কীভাবে সম্পাদন করতে হবে সে বিষয়ে গৃহ ব্যবস্থাপক কর্তৃক পরিবারের সদস্যদের নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে পরিকল্পনার বাস্তবায়ন হয়ে থাকে।
- **পারস্পারিক সম্পর্ক ও মান উন্নয়ন :** নির্দেশনার অর্থ কেবল আদেশ প্রদানই নয় বরং নির্দেশনার মাধ্যমে পরিবারের সবাইকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, উৎসাহ ও সহায়তা দেয়া হয়। এভাবে একদিকে পারস্পারিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ বাড়ে এবং কাজের মান ও দক্ষতা বেড়ে পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে।
- **সুষ্ঠু তদারকি :** কোনো কাজ পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পাদিত হচ্ছে কিনা তা তদারকি করাও নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত। সঠিক নির্দেশনার পর তা দেখাশুনা করা না হলে অনেক কাজ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।
- **সুষ্ঠু পরিচালনা :** সঠিক নির্দেশনা ছাড়া পরিবারকে সঠিক পথে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। যে কোন কাজের সফলতা নির্ভর করে তার সঠিক পরিকল্পনার ওপর আর সেই পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করে কার্যকর নির্দেশনার ওপর।
- **দক্ষতা ও শৃঙ্খলার উন্নয়ন :** কার্যকর নির্দেশনার মাধ্যমে পরিবারের সদস্যরা কাজ সম্পাদনের পন্থা বা উপায়, কার্য সম্পাদনের সঠিক সময় ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্বে অবহিত থাকে। এর ফলে তারা সুশৃংখভাবে ও নির্বিঘ্নে কার্য সম্পাদন করতে সক্ষম হয়।
- **কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা :** নির্দেশনার আওতাভুক্ত থাকলে গৃহ ব্যবস্থপকের সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি থাকার ফলে কাজের ভুল ত্রুটি তাৎক্ষণিকভাবে ধরা পড়ে এবং তা দ্রুত সংশোধন করা সম্ভব হয়। এভাবে কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।
- **কাজের ধারাবাহিকতা নিশ্চিতকরণ :** নির্দেশনা হলো অবিরাম প্রক্রিয়া। উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রদত্ত নির্দেশনার কার্যকারিতা থাকতে থাকতেই পরবর্তী নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এর ফলে কাজের গতি অব্যাহত থাকে। এভাবে কার্যপ্রবাহ সৃষ্টির মাধ্যমে পরিবারের লক্ষ্য অর্জন সহজ হয়।
- **মূল্যায়ন ও সমন্নয় সাধন :** সঠিক নির্দেশনার মাধ্যমে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সম্পাদিত কাজ মূল্যায়ন করা যায় এবং পরিবারের সকলের কাজের মধ্যে সঠিকভাবে সমন্বয় সাধন করা সহজ হয়।

সারাংশ

সংগঠন হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যা একই লক্ষ্য অর্জনের জন্য কতিপয় সহযোগী ব্যক্তির মধ্যে দায়িত্ব বন্টন করা, পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করা এবং তাদের কার্যকলাপকে একই সূত্রে আবদ্ধ করে অর্থাৎ কাজকর্ম ও কর্ম সম্পাদনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হল সংগঠন। আর নির্দেশনা হল কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের কার্য সম্বন্ধে অবহিতকরণ, আদেশ নির্দেশ প্রদান ও পরামর্শ দান। কার্য সম্পাদনে যদি সঠিক নির্দেশনা না দেওয়া হয় তবে লক্ষ্য অর্জন ব্যহত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সাধারণ অর্থে সংগঠন বলতে কী বোঝায়?
- ক) একত্রিত হয়ে কাজ করা
- খ) দায়িত্ব বন্টন করা হবে
- গ) কাজ নির্দিষ্ট করা
- ঘ) সমন্বয় করা

২। সংগঠন প্রক্রিয়ার প্রথম পদক্ষেপ কোনটি?
- ক) সঠিকভাবে বন্টন করা
- খ) লক্ষ্য সম্পর্কে ধারণা লাভ
- গ) পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করা
- ঘ) সমন্বয় সাধন করা

৩। নির্দেশনা হতে হবে-
- i) সুস্পষ্ট
- ii) সম্পূর্ণ
- iii) নির্দিষ্ট

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। নির্দেশনা হলো কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের কার্য সম্বন্ধে -
- i) অবহিতকরণ
- ii) আদেশ-নির্দেশ প্রদান
- iii) পরামর্শ দান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-২.৩ বাস্তবায়ন, নিয়ন্ত্রণ, সমন্বয় সাধন ও মূল্যায়ন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- গৃহ ব্যবস্থাপনায় লক্ষ্য বাস্তবায়ন বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবেন;
- নিয়ন্ত্রণের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন;
- লক্ষ্য অর্জনে সমন্বয়ের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা বলতে পারবেন।

বাস্তবায়ন

পরিকল্পনা ও নির্দেশনা অনুসারে কোনো কাজ বাস্তবে রূপান্তরিত করাই হল বাস্তবায়ন। পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে গেলে অনেক সময় হঠাৎ করে কোন অসুবিধা বা সমস্যায় পড়তে হয় সেক্ষেত্রে পরিকল্পনা পরিবর্তন করে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজকে বাস্তবে রূপদান করতে হয়। কোনো কাজ বাস্তবায়ন হলে ব্যবস্থাপনার অন্যান্য ধাপগুলো প্রয়োগ করা যায়।

নিয়ন্ত্রণ

গৃহীত পকিল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া ও সংগঠনের বিভিন্ন ধারাকে কার্যকর করে তোলাকে নিয়ন্ত্রণ বলে। অন্যভাবে বলা যায়, গৃহের সকল কার্যকলাপ ও সকল ব্যক্তি শৃংখলাবদ্ধভাবে পারিবারিক লক্ষ্য অর্জনের কাজে যখন সচেষ্ট তা পর্যবেক্ষণ করাই হল নিয়ন্ত্রণ। Koontz and Weihrich এর মতে পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য সম্পাদন নিশ্চিত করার জন্য ব্যক্তির সম্পাদিত কাজ পরিমাপ ও সংশোধন করাকে নিয়ন্ত্রণ বলে।

নিয়ন্ত্রণের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

- নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার উপর প্রভাব বিস্তার করে
- সমগ্র ব্যবস্থাপনার উপর বিরামহীনভাবে সক্রিয় থাকে।
- পরিকল্পনার প্রতিটি অংশে ব্যবহৃত হয়
- পরিকল্পনা প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে এবং গতি বজায় রাখে।
- প্রয়োজনে পরিকল্পনার বিভিন্ন অংশের পরিবর্তন সাধন করে অভিযোজন ঘটায় যাতে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বাঁধা দূর হয়।

নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব

- নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পরিকল্পনা অনুযায়ী লক্ষ্য অর্জনের বিভিন্ন চেষ্টাগুলোর মধ্যে শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করে।
- পরোক্ষভাবে পরিবারের সদস্যদের মানসিক সহযোগিতা ও সংগঠনে সুরক্ষিত রাখে। ফলে লক্ষ্য অর্জনের ব্যর্থতার ঝুঁকি কমে।
- পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কোন ত্রুটি দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় সহজেই তা ধরা পড়ে এবং দ্রুত সংশোধনীমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।
- সময় ও অর্থের অপচয় রোধ করা সম্ভব হয়
- সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে নিরাপদ কর্তৃত্ব বহাল থাকে এবং সব কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

সমন্বয় সাধন

লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে কর্মপরিকল্পনা করা হয় তার বিভিন্ন অংশ এবং কর্মসম্পাদনকারী বিভিন্ন ব্যক্তির কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করাকে সমন্বয় সাধন বলে। পরিকল্পনার বিভিন্ন কর্মকান্ডের মধ্যে বিচ্যুতি ও অসমাঞ্জস্যতার সৃষ্টি হতে পারে। এদের মধ্যে ঐক্যের জন্য গৃহীত পদক্ষেপই হল সমন্বয় সাধন করা। পারিবারিক লক্ষ্য অর্জন একটি দলগত প্রচেষ্টার ফসল। এধরনের দলগত কাজে সমন্বয় সাধন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজের বিভিন্ন অংশ ও দলগত কর্মপ্রচেষ্টাকে ঐক্যবদ্ধ করা, জোরদার করা এবং শৃংখলা বিধান করার জন্য সমন্বয় সাধন প্রয়োজন।

সমন্বয় সাধনের গুরুত্ব

- সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন না হলে লক্ষ্য অর্জন ব্যহত হয়।
- পরিকল্পনায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।
- পরিবারের দলীয় কার্যক্রম ও ব্যক্তিদের পারস্পারিক আদান প্রদানে গতিশীলতা আনার জন্য সমন্বয় প্রয়োজন।
- সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনার বিভিন্ন অংশ এবং অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সমঝোতা, সহযোগিতা ও সামঞ্জস্যতা প্রতিষ্ঠা করা হয়।
- পরিকল্পনার বিভিন্ন কাজের মধ্যে ধারাবাহিকতা ও নিরবিচ্ছিন্নতা বজায় থাকে। এভাবে সমন্বয় সাধন করে পরিবারের বিভিন্নকাজের মধ্যে উপযুক্ত সংযোজনের ধারা প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জন সহজতর হয়ে ওঠে।

মূল্যায়ন

গৃহ ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হল মূল্যায়ন। পরিকল্পনার ভালমন্দ বিচার করাকে মূল্যায়ন বলে। যে লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে কর্ম সম্পাদন করা হয়েছে তা কতটা ফলপ্রসূ হয়েছে তা বিচার বিশ্লেষণ করা হলো মূল্যায়ন।

মূল্যায়নের গুরুত্ব

- মূল্যায়নের মাধ্যমেই কাজের সফলতা ও বিফলতা নিরূপণ করা যায়।
- মূল্যায়নের মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জিত হল কিনা কিংবা কতটুকু হল তা পরিমাপ করা যায়।
- মূল্যায়নের মাধ্যমেই পরবর্তী পরিকল্পনা ত্রুটিমুক্ত ও ফলপ্রসূ করে তোলার সম্ভবনা সৃষ্টি করা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	গৃহ ব্যবস্থাপনার ধাপ অনুসরণ করে আপনার এলাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করুন।

সারাংশ

পরিকল্পিত কর্মসূচি ও পূর্বনির্ধারিত মান অনুসারে কার্য সম্পাদিত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা ও প্রয়োজনবোধে উপযুক্ত সংশোধনী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বাস্তবায়ন ও নিয়ন্ত্রণ। কোন কাজের বিভিন্ন অংশ এবং কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করা এবং শৃংখলা সাধন করাকে সমন্বয় সাধন বলে। কাজের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে অর্থ, সময় ও শ্রম সাশ্রয় হয়। আর মূল্যায়নের মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জিত হলো কিনা, কী পরিমাণ হলো তা পরিমাপ করা যায়। এটি কাজের সফলতা বা বিফলতার পরিমাপক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কাজের ফলাফল যাচাই করাকে কী বলে?
ক) মূল্যায়ন খ) সমন্বয়
গ) নিয়ন্ত্রণ ঘ) বাস্তবায়ন

২। নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন-
i) কর্মে সক্রিয় হওয়া
ii) পর্যবেক্ষণ করা
iii) অভিযোগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। কাজের ফলাফল নির্ধারণ করে -
i) পরিকল্পনার উপর
ii) নির্দেশনার উপর
iii) নিয়ন্ত্রণের উপর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। কোনটি ছাড়া পরিকল্পনা সফল হতে পারে না ?
ক) পর্যবেক্ষণ খ) সংগঠন
গ) নিয়ন্ত্রণ ঘ) সমন্বয়

পাঠ-২.৪ সিদ্ধান্ত গ্রহণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- গৃহব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধারণা সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করতে পারবেন;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনুসরণীয় স্তর বা পর্যায়সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ গৃহ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যকলাপের একটা মৌলিক অংশ। সিদ্ধান্ত গ্রহণ মানবজীবনের একটি জটিল মানসিক প্রক্রিয়া বিশেষ। গৃহে, পারিবারিক জীবনে এবং গৃহের বাইরে বিভিন্ন পরিবেশে ছোট বড় নানা ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। সিদ্ধান্ত ব্যতীত গৃহ ব্যবস্থাপনা কার্যকর করা যায় না।

সিদ্ধান্ত শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Decido' থেকে এসেছে। যার অর্থ স্থায়ী ইচ্ছা, চূড়ান্ত ফলাফলে উপনীত হওয়া, স্থাপন করা, রায় দেওয়া, মতৈক্যে আসা। সিদ্ধান্ত হলো কোনো নির্দিষ্ট অবস্থায় কী করতে হবে বা হবে না তা স্থির করা।

G. Glover বলেছেন যে, বিবেচনাকে ভিত্তি করে বিকল্প বাছাই করাই হল সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

Gross and Crandall এর মতে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূল কথা হলো একাধিক কার্যক্রম বা বিকল্প ব্যবস্থার মধ্য থেকে একটি বিশেষ কার্যক্রম বা বিকল্প ব্যবস্থা পছন্দ করা। অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলতে বোঝায় কিছু বিকল্প পন্থার একটিকে বাছাইকরণ বা একটি কাজের ধারা নির্বাচন।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের বৈশিষ্ট্য

- সঠিক বিকল্প বলতে বোঝায় সম্ভাব্য কয়েকটির মধ্যে একটি। সঠিক বিকল্পটির বিবেচনার লক্ষণীয় ভিত্তি হল সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর সর্বোচ্চ পছন্দনীয় আনুষঙ্গিক বস্তুসমূহ ও ব্যক্তিবর্গ এবং বাস্তবায়নের সময়, স্থান ,ব্যয় ইত্যাদির সুযোগ সুবিধা।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় দুই বা ততোধিক বিকল্প থাকতে হবে। যদি মাত্র একটি বিকল্প থাকে তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রশ্নই ওঠে না।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় বিচার বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। কারণ যখন অনেকগুলো বিকল্প থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় তখন নিশ্চিত ঝুঁকিসম্পন্ন বিকল্পগুলোর সঠিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিচার বিশ্লেষণে বিচক্ষণতা লাগে।

গৃহ ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভূমিকা

গৃহ ব্যবস্থাপনার প্রতিটি ধাপে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে-

- পরিবারের মূল্যবোধ, লক্ষ্য ও জীবনযাত্রার মান ইত্যাদির প্রভাবে গৃহীত সিদ্ধান্তকে গৃহ ব্যবস্থাপনার একটি কার্যকর পন্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
- গৃহ ব্যবস্থাপনার প্রতিটি ধাপেই সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারলে গৃহ ব্যবস্থাপনায় সফলতা নিশ্চিত হয়।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে গৃহ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে উত্তম পন্থা খোঁজা হয়। ফলে সর্বোত্তম সমাধান নিশ্চিত হয়।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সমস্যার স্বরূপ উদঘাটন করতে হয়। এজন্য সমস্যা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হয়। এতে মেধা, মননশীলতা, যুক্তি, দূরদর্শিতা ও অনুসন্ধানী মনোভাব গড়ে ওঠে।

- পরিবারের সীমিত সম্পদ ব্যবহারের উপর পরিবারের সাফল্য নির্ভর করে। সঠিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এগুলোকে এমনভাবে ব্যবহার করা হয় যা থেকে সর্বোত্তম ফল লাভ করা যায়।
- পরিবারের ব্যয় নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের বিকল্প পন্থা নির্ধারণ করা থাকে বলে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অযথা সময় নষ্ট হয় না।
- সঠিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পরিবারকে নানা প্রতিকূলতা ও ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা যায়।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্তর বা পর্যায়

গৃহ ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থাপনার প্রাণস্বরূপ। সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের পাঁচটি স্তর রয়েছে। যেকোন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে স্তরগুলোকে পর্যায়ক্রমে অনুসরণ করতে হয়। এই স্তরগুলো নিম্নরূপ :

১। **সমস্যার স্বরূপ উপলব্ধি**

সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সমস্যাটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত হওয়া প্রয়োজন। সমস্যা সম্পর্কে উপলব্ধি করা, সমস্যাকে চিহ্নিত করা এবং সমস্যার প্রকৃতি অনুসন্ধান করা সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রথম স্তর। যেমন-উচ্চশিক্ষার জন্য বিষয় নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিতে গেলে শিক্ষার্থীর আগ্রহ, মেধা, ব্যয়ভার, চাকরির ক্ষেত্র ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বাহ্নে যদি সমস্যাটি নিঁখুতভাবে মূল্যায়ন করা যায় তাহলে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়।

২। **বিভিন্ন বিকল্প সমাধানের অনুসন্ধান**

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় ধাপ হল সমস্যা সমাধানের বিকল্প সমাধান অনুসন্ধান বা উদঘাটন। এ স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে সমস্যার সকল সম্ভাব্য বিকল্প সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হয়। প্রতিটি সম্ভাব্য বিকল্পের সুবিধা অসুবিধা যাচাই করতে হয় যেমন -

- সমাধানটি মূল উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিনা
- সমাধানটি গ্রহণ করতে মূল্যবোধ ও ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ কতখানি প্রভাব বিস্তার করছে
- প্রতিটি সমাধানের ফলাফল সম্পর্কে চিন্তা করা

সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য পথগুলো নির্বাচনের জন্য তথ্যের দরকার। আবার তথ্য সংগ্রহের জন্য জ্ঞান, সময়, শক্তি, অর্থ ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। এই উপাদানগুলোর সীমাবদ্ধতার কারণে সবসময় পন্থা নির্ধারণ সহজ হয় না। সেজন্য সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণেরও ত্রুটি থেকে যায়। যেমন -কোনো দূরবর্তী স্থানে যেতে হলে তথ্য সংগ্রহ করতে হয় যে, কীভাবে, কোন যানবাহনে, কত সময়ে নিরাপদে পৌঁছানো যায়। অভিজ্ঞতা, সচেতনতা, তথ্য ইত্যাদির আলোকে বিকল্পের বৈশিষ্ট্য যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

৩। **বিকল্প সমস্যা সমাধান সম্পর্কে চিন্তা**

সিদ্ধান্ত গ্রহণের এই স্তরে বিকল্প পন্থাগুলো বিশদভাবে মূল্যায়ন করে এর সুবিধা অসুবিধা, ফলাফল, প্রতিক্রিয়া সম্পর্কেচিন্তাভাবনা করে দেখা হয়। ভবিষ্যত পরিবর্তনশীল। আবার সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীতে নানা কারণে পরিবর্তন ঘটতে পারে। তাই একাধিক বিকল্প নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও প্রখর চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করে সর্বোত্তম বিকল্প বাছাই সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে।

৪। **বিকল্প সমাধান গ্রহণ**

বিকল্প পন্থাগুলো থেকে একটি বিকল্প সমাধান বেছে নেওয়া হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের চতুর্থ স্তর। এ স্তরটি খুবই প্রভাবশালী। এটি মানুষের সমস্ত জীবনধারাকে প্রভাবিত করে। বিকল্প সমাধানগুলো সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত হওয়া সম্ভব নয় বলেই সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে একটি সমাধান বেছে নিতেই হয়। অনেক সময় পারিপার্শ্বিক অবস্থা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর আয়, বয়স, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা ইত্যাদি বিকল্প সমাধান গ্রহণকে তাৎক্ষণিকভাবেও প্রভাবিত করতে পারে। ফলে বিকল্প সমাধান গ্রহণেও যে কোনো সময় পরিবর্তন ঘটতে পারে।

৫। **গৃহীত সিদ্ধান্তের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ**

এটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের শেষ ধাপ। সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে তার গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ গৃহীত সিদ্ধান্ত কার্যকর করণের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব গ্রহণ না করা হলে পূর্ববর্তী সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। সুতরাং বিকল্প বাছাইকরণের পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করতেই হবে। নতুবা এই দায়িত্ব গ্রহণের অভাবে সিদ্ধান্ত অকার্যকর হয়ে যাবে এবং লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে না। তাই সিদ্ধান্তের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সারাংশ

অনেকগুলো বিকল্প থেকে একটি বেছে নেওয়াই হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ৫টি স্তর রয়েছে। এগুলো হলো- সমস্যার স্বরূপ উপলব্ধি, সমস্যা সমাধানে বিকল্প অনুসন্ধান, বিকল্প সমাধানসমূহ সম্পর্কে চিন্তা, বিকল্প সমাধান গ্রহণ, গৃহীত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে-

i) দক্ষতা

ii) অভিজ্ঞতা

iii) দূরদৃষ্টি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্তর কয়টি?

ক) ৪টি খ) ৫টি

গ) ৬টি ঘ) ৭টি

৩। গৃহ ব্যবস্থাপনার ভিত্তি কোনটি ?

ক) মূল্যবোধ খ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ

গ) সমন্বয় ঘ) লক্ষ্য

৪। সিদ্ধান্ত গ্রহণের শেষ ধাপ কোনটি ?

ক) সমস্যার স্বরূপ উপলব্ধি

খ) সমস্যা সমাধানে বিকল্প অনুসন্ধান

গ) বিকল্প সমাধানসমূহ সম্পর্কে চিন্তা

ঘ) গৃহীত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ

পাঠ-২.৫ একক ও দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের শ্রেণিবিন্যাস করতে পারবেন;
- দলীয় সিদ্ধান্তের লক্ষণীয় বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- দলীয় সিদ্ধান্তের সুবিধা-অসুবিধা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

একটি পরিবারে ব্যক্তিগত ও দলগত উভয় প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হয়। তবে পরিবার কী ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তা পরিবারের লক্ষ্য, সম্পদ, মূল্যবোধ, জীবনযাপনের মান, দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সাধারণত দু'ধরনের হয়ে থাকে। যথা :

ক) একক সিদ্ধান্ত গ্রহণ

খ) দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ

ক) **একক সিদ্ধান্ত গ্রহণ**

একক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যক্তি নিজে বা এককভাবে গ্রহণ করে। এটা ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তি নিজস্ব চাহিদা, জ্ঞান, প্রয়োজন ইত্যাদির আলোকে খুব সহজেই একক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। একক সিদ্ধান্ত গ্রহণে লক্ষণীয় বিষয় -

- পরিবারের সিদ্ধান্তের সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য দলীয় সদস্যদের প্রতি লক্ষ্য রেখে একক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত।
- একক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর সাথে আলোচনা বা আদান প্রদান নিয়ন্ত্রিত বা সীমিত রাখতে হবে।

খ) **দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ**

পরিবারে দলগতভাবে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাই দলীয় সিদ্ধান্ত। পারিবারিক সিদ্ধান্ত পরিবারের সকল সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয়। গবেষক মর্গাণ Morgan এর মতে দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের দু'টি পর্যায় আছে। তার মতে কোনো একজন সদস্য প্রথম পর্যায়ে নিজস্ব ধ্যান ধারণা ও চাহিদা অনুযায়ী একটি সিদ্ধান্ত স্থির করেন এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে দলের অন্যান্য সদস্যদের মতামত যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। Tallman (টলম্যান) কোন সৃজনশীল কাজে দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

দলীয় সিদ্ধান্তে লক্ষণীয় বিষয়

- দলীয়ভাবে সিদ্ধান্তে সব সদস্যদের মতামতের প্রাধান্য দিতে হবে।
- সিদ্ধান্তটি যাতে সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্যতা পায় এবং নির্ভুল হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- দলীয় সিদ্ধান্তে দলের সদস্যদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভাল রাখতে হবে।
- গৃহীত সিদ্ধান্তে সকলের আস্থা ও সহযোগিতার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

দলীয় সিদ্ধান্তের সুবিধা-অসুবিধা

- পারিবারিক সিদ্ধান্ত দলীয়ভাবে গ্রহণ করা হলে সবাই অংশগ্রহণের সুযোগ পায় এবং আনন্দিত থাকে।
- সবার মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয় বলে পারস্পারিক মর্যাদা বজায় থাকে।

- ঝুঁকিপূর্ণ কাজে দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ সুবিধাজনক। এক্ষেত্রে কাজটি সুন্দর হয় এবং ভুল হওয়ার সম্ভবনা কম থাকে।
- একটি পারিবারে বিভিন্ন বয়সের এবং ভিন্ন প্রকৃতির সদস্য থাকতে পারে। এক্ষেত্রে দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে পারিবারের সুখ শান্তি বজায় থাকে।

দলীয় সিদ্ধান্তের অসুবিধা

- দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে বেশি সময় লাগে।
- পরিবারের সব সদস্যদের মতামতের সমন্বয় সাধন করতে না পারলে জটিলতা বাড়ে।
- দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা চিন্তা করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমস্যা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	একক ও দলীয় সিদ্ধান্তের সুবিধা-অসুবিধার একটি চার্ট তৈরি করুন।

সারাংশ

নিজস্ব জ্ঞান, চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যক্তিগতভাবে নেওয়া সিদ্ধান্ত হলো একক সিদ্ধান্ত। আর দলের সকল সদস্যের কম বা বেশি অংশগ্রহণে গৃহীত সিদ্ধান্ত হলো দলীয় সিদ্ধান্ত। পারিবারিক গুরুত্বপূর্ণ কাজে দলীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে কাজটিতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পিকনিকের মতো কর্মসূচি গ্রহণের জন্য কোন পদক্ষেপটি নেয়া প্রয়োজন?
ক) নেতা নির্বাচন খ) অতীত মূল্যায়ন
গ) একক সিদ্ধান্ত ঘ) দলীয় সিদ্ধান্ত

২। কে সৃজনশীল কাজে দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন?
ক) ক্রান্ডেল খ) গ্রস
গ) নিকেল ঘ) টলম্যান

৩। কোন সিদ্ধান্ত অতি সহজেই গ্রহণ করা যায় ?
ক) একক সিদ্ধান্ত খ) পারিবারিক সিদ্ধান্ত
গ) দলীয় সিদ্ধান্ত ঘ) সামাজিক সিদ্ধান্ত

৪। গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজে কোন ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা শ্রেয় ?
ক) দলীয় সিদ্ধান্ত খ) একক সিদ্ধান্ত
গ) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘ) পারিবারিক সিদ্ধান্ত

চূড়ান্ড় মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। আশফাক সাহেব একটি কোম্পানিতে চাকুরি করেন। কোম্পানির লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে তিনি বিভন্ন কার্যপদ্ধতি অবলম্বন করেন। তিনি কীভাবে কাজটি করবেন পূর্বেই সে সম্পর্কে একটি নকশা তৈরি করেন। তার এ ধরনের কার্মকান্ডে কোম্পানির মালিক তার অনেক প্রশংসা করে বলেন, তোমার এ কার্যক্রম তোমাকে সফলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

ক) গৃহ ব্যবস্থাপানর প্রথম ধাপ কোনটি?

খ) সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতিগুলো লিখ'

গ) আশফাক সাহেবের কর্মপন্থায় গৃহ ব্যবস্থাপনার কোন পর্যায়টি পরিলক্ষিত হয়? বর্ণনা কর।

ঘ) আশফাক সাহেবের মালিকের উক্তিটির যথার্থতা আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলতে কী বোঝায় ?

২। সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিভিন্ন স্তর বা পর্যায় লিখুন।

৩। গৃহব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ধাপের গুরুত্ব লিখুন।

৪। গৃহব্যবস্থাপনায় পরিকলাপনার গুরুত্ব কী ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। গৃহব্যবস্থাপনার কাঠামোসহ এর ধাপগুলো বর্ণনা করুন।

২। গৃহব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভূমিকা কী ?

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.১ : ১। ক, ২। খ, ৩। খ, ৪। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.২ : ১। ক, ২। খ, ৩। ক, ৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৩ : ১। ক, ২। ঘ, ৩। ঘ, ৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৪ : ১। ঘ, ২। খ, ৩। খ, ৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৫ : ১। ঘ, ২। ঘ, ৩। ক, ৪। ক

ব্যবহারিক

পাঠ-২.৬ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস পার্টি ও বিদায় অনুষ্ঠান পরিচালনা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- গৃহ ব্যবস্থাপনার ধাপ অনুসরণ করে ক্লাস পার্টি ও বিদায় অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে পারবেন।

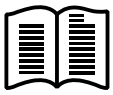

গৃহ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ধাপ অনুসরণ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস পার্টি আয়োজন করা

শ্রেণিকক্ষে ক্লাস পার্টি পরিচালনা করতে গেলে ব্যবস্থাপনার স্তরগুলো অনুসরণ করা হলে পার্টির উদ্দেশ্য অর্জন করা সহজ হয়। ক্লাস পার্টির দিন ধার্য করার পর তা বাস্তবায়নের জন্য কয়েকটি ধাপে অগ্রসর হতে হবে। যথা :

- কর্ম পরিকল্পনা করা : এক্ষেত্রে উৎসবের খরচের পরিকল্পনা, উৎসবের ধরন, খাদ্য পরিকল্পনা ও ক্লাস সাজানো। কক্ষ সজ্জার উপকরণসমূহ নির্ধারণ, মিউজিক সিস্টেম, আলোকসজ্জা, পুষ্পসজ্জা ইত্যাদি বিষয়গুলো চিহ্নিত করা।
- দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ : ক্লাস পার্টির করণীয় কাজগুলোর বিন্যাস ও ধরন রচনা করে একটি গ্রহণযোগ্য কাঠামো তৈরি করতে হবে। এক্ষেত্রে ক্লাশের প্রত্যেকের মতামত, সুবিধা অসুবিধা, শিক্ষকদের সাথে পরামর্শ করে দলীয়ভাবে মতানৈক্য পর্যবেক্ষণ করে সার্বিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এর ফলে শ্রেণির দলীয় সম্পর্ক ইতিবাচক থাকে। পারস্পারিক মর্যাদাবোধও রক্ষা হয়।
- সঠিক নির্দেশনা প্রদান: বাজেট অনুযায়ী সামগ্রী ক্রয়, কক্ষ বিন্যাস, আপ্যায়ন ইত্যাদি কাজগুলো ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ করে দায়িত্ব প্রদান করা হলে কারো একার উপর চাপ পড়ে না এবং লক্ষ্য অর্জনও সহজ হয়ে ওঠে।
- সংগঠন, সম্বনয় সাধন ও নিয়ন্ত্রণ : সবাই ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে কাজ করবে ঠিকই কিন্তু সবার লক্ষ্য থাকবে পার্টিকে আনন্দময় এবং উদ্দেশ্যমূলক করে তোলা। শ্রেণিশিক্ষক কয়েকজনকে নিয়ে এই সমন্বয় সাধনের কাজটি করতে পারেন এবং নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারেন। এর ফলে তাৎক্ষণিকভাবে সমস্যা সৃষ্টি হলেও তার সমাধান করা সম্ভব। এভাবে পার্টির আয়েজনের পকিল্পনা কার্যকর হয়ে ওঠে।

মূল্যায়ন করা

অনুষ্ঠান শেষে সবার পরিতৃপ্তি, প্রশংসা , আত্ম-সমালোচনা, ভুল ভ্রান্তি ইত্যাদির আলোকে অনুষ্ঠানটির উদ্দেশ্য পরিমাপ করা সম্ভব। সচেতন ভাবে ব্যবস্থাপনার এই ধাপটি প্রয়োগ করতে পারলে ভবিষ্যতে এ ধরনের অনুষ্ঠান পরিচালনার দক্ষতা বাড়বে। মূল্যায়নের মাধ্যমেই আমরা যে কোন কাজের ভাল মন্দ সুবিধা-অসুবিধা এবং সার্থকতা কিংবা বিফলতা যাচাই করতে পারি।

গৃহে কোন পারিবারিক আপ্যায়নের আয়োজন করা হলে সচেতনভাবে ব্যবস্থাপনার ধাপ, যথা - পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, সমন্বয় সাধন, নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যায়ন কর্ম পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা হলে লক্ষ্য অর্জন সহজ হয়ে ওঠে এবং ভবিষ্যতের জন্য বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রশিক্ষণ হয়ে যায়।